শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়

করকমল বরেষু।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনম্।

...-বান্ধব মহাশয়! ভবৎ সকাশে কবিজন

... প্রকাশ করিতে যেরূপ নির্ভয়চিত্ত,

... স্থানান্তর নিতান্ত বিরল, অতএব এই

... রহস্য” খানী ভবদীয় সমীপে সমর্পণ করি-

...। যদি ইহার আত্মদৈন্য-দুঃখোত্থিত একটী

...ও আপনার কারুণ্য জন্মায়, তাহা হইলে

...ৎ সঙ্কলন শ্রম সার্থক বোধ করিব।

...বাদুরবাজার। } একান্তবাধ্য

...রিশযন্ত্রালয়। } শ্রীকালিদাস মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

বিবিধ কাব্যকার মদনুজ শ্রীমান হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রায় তিনবৎসর যাবৎ বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত থাকায় নব নব কাব্য প্রচার করা দূরে থাকুক; যন্ত্রারূঢ় প্রহ্লাদ নাটক এবং অযোধ্যাকাণ্ড মুদ্রিত হইতে পারিতেছে না। তজ্জন্য অনুগ্রাহক কাব্যানুরাগী গ্রাহকগণ সমাজে নিতান্ত কুণ্ঠিত থাকিতে হইয়াছে। সেই উৎকণ্ঠার কথঞ্চিৎ পরিহার মানসে তদীয় নানা অবস্থায় লিখিত কতকগুলি ক্ষুদ্র২ কবিতা সঙ্কলন করিয়া এই "কবি-রহস্য" খানী প্রচারিত করা হইল, যাঁহারা মদনুজের রচনা পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভরসা করি তাঁহারা ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। যেহেতু ইহার কবিতাগুলি সরস ভাবযুক্ত এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও দুই চারিটী ব্যতিত সমুদায় গুলিই অপ্রচারিত।

পরন্তু এই কাব্যখানিতে শ্রীমানের অবস্থা ঘটিত আরও কতগুলি কবিতা বিন্যাশ করিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ও উন্নতির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শ্রীমানের পীড়ার আধিক্য হওয়াতে সে আশার চরিতার্থতা দূরবর্তিনী রহিয়া গেল। সকল মঙ্গলনিদান পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ প্রাণাধিক অচিরে আরোগ্য হইলেই সকল, নচেৎ বঙ্গ সাহিত্য সংসারে আমাদিগের আনন্দধ্বনি বিষাদে পরিণত হইবে।

১২৭৭ সাল }
২০ বৈশাখ } শ্রীকালিদাস মিত্র।

সূচিপত্র।

কবি-রহস্য

প্রথমভাগ।

১। বাগেদবীর কৃপা উপলক্ষে।

ওগো ওগো ও কমলে ! তোমারে শাব্দিকদলে,
চঞ্চলা যে বলে এটি, বড় ঠিক কথা গো ।
আজি যথা অধিষ্ঠান, কালি তথা অন্তর্দ্ধান,
তোমার কৃপার নাই, তিলেক স্থিরতা গো ॥
তব করুণার বলে, যিনি খ্যাত ভূমণ্ডলে,
অকৃপায় খুঁজে তাঁর, চিহ্ন মিলা দায় গো ।
জয় জয় বাগেশ্বরী, স্মরি, প্রণিপাত করি,
এ সকল দোষ নাই, তাঁর করুণায় গো ।
ভারতী বারেক যাঁয়, করুণা কটাক্ষে চায়,
প্রাণান্তে তাহার চিহ্ন, খুঁজে পাওয়া যায় গো ।
এমন করুণাময়ী, বল আর আছে কই ?
কোটী কোটী নমস্কার, বাগ্দেবীর পায় গো ॥

২। বিধাতার প্রতি।

(জন্মান্তর উপলক্ষে।)

ওহে ওহে বিধিবর ! যদি হয় জন্মান্তর,
বাঙ্গলায় জন্ম তবে, লেখনা হে লেখনা।
বাঙ্গলায় যদি লেখো, দেখো ওহে দেখো২,
সুকবিত্ব দিব্যগুণ, তবে আর এঁকো না।
লেখো যদি ও শকতি, তবে যেন প্রজাপতি,
কুকাব্য গাঁথিয়ে পেট, ভরিতে না হয় হে।
বিপ্র* তব দুটী পায়, ধরি এই ভিক্ষে চায়,
তোষামোদে যেন তার, জীবিকা না রয় হে।
জুতোমালা বেচিয়ে খাওয়া, খাওয়া নয় 'মাটিখাওয়া'
যা খেয়েছি ইচ্ছে হয়, করিতে বমন হে।
মান-মাথা করি হেট, তোষামোদে পোষা পেট,
নাই নাই ওর তুলা, পাপ ত্রিভুবন হে।
এই লেখা শুন কই, যটা দিন বেঁচে রই,
সুস্থ থাকি মন থাকে, জগন্নাথ শ্রীপদে।
রচি কিছু গুণগান, জীবিকার সংস্থান,
তাহাতেই হয় যেন, ঠেকোনাকো বিপদে।

৩। (রচনানন্দ উপলক্ষে।)

ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ-সুখ, নাহি দেখ চতুর্ম্মুখ,
মনোদুখ একটুক, তাহাতে না পাইব ;

দাম্পত্য-প্রণয়-বন্ধ, সে সুখেতে বিড়ম্বন;
কর যদি তনু তব, অযশ না গাইব।
পিতা যার সম্বোধন, হেন প্রিয়-পুত্রগণ,
সে ধনে বঞ্চন কর, তাহা নাহি চাইব;
সৎকাব্য-রচনা সুখ, না লিখিলে চতুর্ম্মুখ,
মরম বেদনা বড়, পাইব হে পাইব।
মিত্র* ধরি দুটী পায়, তোমারে এ ভিক্ষা চায়,
অন্য সুখ সমুদায় না, লেখো না লেখো হে।
ও সুখ না লিখে মোর, ঘটাওনা দুঃখ ঘোর,
বার বার এ মিনতি, দেখো বিধি দেখো হে।

৪। কবিরা কেন অর্থ চায়?

অহে অহে ভর্ত্তৃহরি, শত নমস্কার করি,
তব পদে, তুমি গুরু, সত্য কথা কহিলে।
বেদ-বাক্য তব-বাক্য, পদে পদে পাই সাক্ষ্য,
কবিত্ব ছটায় তুমি, কেবল না মোহিলে॥ (১)
ছোট ছোট শিশুসবে, খেতে দে খেতে দে রবে,

---

* বিধাতার এক নাম কবি; অতএব কবি মিত্র সম্বোধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই কাব্য-রচয়িতার উপাধি মিত্র, সুতরাং "হে বিধাতঃ! মিত্র (কাব্যলেখক) তোমার দুটী পায় ধরিয়া—" ইত্যাদি ভাবও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গেহিনীকে জড়াইয়া, চঞ্চল না করিত ;
ঘরে কিছু মাত্র নাই, ছেলেদিগে কি খাওয়াই,
বলে সেই দুঃখিনীর, অশ্রু নাহি ঝরিত ;
স্থবির অচলতাত, নাপাইয়া শাক ভাত,
কাতরে বিভুর কাছে, মৃত্যু নাহি চাহিত,
না পাইয়া পূর্ণাহার, স্নেহের প্রতিমা যার,
অস্থি চর্ম্ম শুকাইয়া, যদি নাহি যাইত ;
পুরাইতে নিজ পেট, উচ্চমাথা করি হেট,
কবি কি কাহার কাছে, ছার অর্থ চাহিত ?
পরিবার পোষাচাই, তাই মান মাথাখাই,
কহিছে হরিশ কবি, তাইত হে তাইত ।

---

৫ । কবির তেজস্বিতা উপলক্ষে ।

বাগ্দেবীর পুত্র যাঁরা, নির্দ্ধন হলেও তারা,
তোষামোদ করি কার, গুণ-গান গায় না ।
বরঞ্চ নিনান্তে খায়, সমাজেতে কষ্ট পায়,
অপমান-মিশ্র-অন্ন, তবু তাঁরা চায় না ॥
বরং অনাহারে রয়, ক্ষুধায় আত্মা সয়,
তথাপি হরীশ * ক্ষুদ্র, শশ-মাংস খায় না ।
করিকুম্ভ ভেদ করি, মস্তিষ্ক আহারে হরি,
আহারা শিকার পেলে, আঁখি তুলে চায় না ।

---

* হরি+ঈশ=হরীশ=সিংহ=প্রধান ।

৬। কবির দৈন্যে।

হে বিধি কুবিধি তব, সহিবারে পারি সব,
এক অবিচার প্রাণে, সহেনা হে সহেনা।
চাঁদে দিলা মৃগদাগ, মণিতে ভুবিলা নাগ,
কণ্টকে বেড়িলা পদ্ম, তাহে বড় বহে না,
চন্দনে না দিলা ফুল, তাতেও ধরি না ভুল,
ইক্ষুতে না ফলে ফল, তাহে মন দহে না।
মূর্খ জনে কর ধনী, তাহে না বিষাদ গণি,
কবির দীনতা দেখে, খেদে প্রাণ রহে না।,
করি তোমা পরিহার, হেন অবিচার আর,
ভাবীকালে ওহে বিধি, করনা হে কর না।
কবিত্ব বিতর যাঁর, দীনতার ঘোর দায়,
ঠেকায়ে সমাজ মান, তার আর হোর না।

৭। কল্পনার প্রতি।

যত্নে বানরীর গায়, সাজ দিয়ে বাজিয়ায়,
অর্থ লাগি দ্বারে২, নাচায় যেমন গো।
পোড়া জঠরের দায়, সাজাইয়া কুসজ্জায়,
নাচাচু কবিত্ব-শক্তি, তোমায় তেমন গো॥
মান পানে না চাইনু, দ্বারে দ্বারে নাচাইনু,
তবু নাহি পূর্ণ হল, জঠরের খাঁই গো।
লাজ নাহি গলোধাক্কে, তাইতে কুৎসিত সাজে,

তোমা লয়ে ধনী-পাশে, ফিরে সং খেলাই গো।
যা হবার হইয়াছে, এবে কবি তব কাছে,
বিনয়ে এ ভিক্ষা যাচে, অন্য ভিক্ষে চাবে না।
গত অপরাধ যত, ক্ষম এবারের মত,
কুবেশে কুস্থানে তোমা লয়ে আর যাবে না।

৮। কাব্যের দোষ গুণ উপলক্ষে কবির প্রতি।

বন বাঁধি লক্ষ কাকে, যদিও আহ্লাদে ডাকে,
কর্ণ ব্যথা বই তায়, চিত্তসুখ হয় না।
একমাত্র পিকবর, যদি করে কুহু স্বর,
শ্রবণে জনমে প্রীতি, কর্ণ-ক্লেশ রয় না।
করি কাব্য-আলোচন, নির্দ্দয় শতজন,
ধন্যবাদ দিলে তাও ভাল বলে লয় না,
রসজ্ঞ অভিজ্ঞ একে, কাব্যখানি পড়ে দেখে,
ভাল কৈলে তাই ভাল, শ্রম-দুঃখ রয় না।
কবি তব কাব্য দেখে, অল্পজ্ঞ সহস্রে ডেকে,
দূষিলে সে কথা কাণে ভরো না হে ভরো না।
বিজ্ঞজনেকের বাক্, এক লয় ভাবো লাখ,
সেই মান্য-পুরস্কার, আর আশা করো না।

৯। খোসামুদী উপলক্ষে।

প্রশ্নোত্তর।

"ওহে ওহে কবি ভাই! কোথা যাও বল ভাই?"
"ধনীর নিকটে যাই," "কেন হে কি কারণে?"
"কি আর কহিব ভাই, সাধে কি সেথানে যাই,
দেখি যদি কিছু পাই, পরিবার পালনে।"
"ধনী কাছে পাবে ধন, বিনা ভিক্ষা কি এমন,
সম্বল তোমার বল, বল শুনি শ্রবণে?"
"কেন সব ভিক্ষুকতা, জানি না কি কাব্য-কথা,
আর্দ্র কি হবে না ধনী, কাব্যরস শ্রবণে?"
"ফের ফের যেওনা কো, কাব্যকথা তুলে রাখো,
ওরসে ধনীর মন, গলাইতে নারিবে।
"যে আজ্ঞের" তার বোতে, [illegible] উচুনীচু, কোতে,
পার যদি তবে যাও, তা কি তুমি পারিবে?"
ছিছি ছিছি রাম রাম! তা নয় কবির কায,
"উপোসে" "উপোসে" রব, পরিবার মারিব।
প্রাণ চিরস্থায়ী নয়, যায় যাক রয় রয়,
তবু কারো 'খোসামুদী' করিবারে নারিব।

১০। কাব্য ব্যবসায়উপলক্ষে ;

প্রশ্নোত্তর।

"ওহে অহে কবিবর ! কোন্ ব্যবসায় কর ?"
"—কাব্য-ব্যবসায়ী আমি, কাব্য বেচে খাই হে।"
"একালে ও ব্যবসায়, আদর কোথায় আর,
ওতে লাভ কিছুমাত্র, নাই—নাই নাই—হে।"
"কিসে লাভ আশু আর, বল দেখি শুনি সার,
পোড়াপেট পূরাবার, উপায়ত চাই হে।"
"আশু লাভ পাবে যায়, শুন সার সে উপায়,
সময় যেমন !—হও, মদ্য-ব্যবসায়ী হে !
কাব্যের গ্রাহক কত ! পাইবে হে অবিরত,
"লেমে আলা" শত শত, বড় বড় জনকে,
মদ-পানে হয়ে মত্ত, হেন তারা মুক্ত হস্ত,
ফুঁয়ে ফুকে দিতে পারে কুবেরের ধনকে।
আনিতে কাব্যের দাম, "ছিঁড়িবে জুতোর চাম"
পড়িবে মাথার ঘাম পায় তব বহিয়ে।
মদের টাকার ভাই, কিছুই ঝঞ্ঝাট নাই,
ঝম্‌ঝম্ আমদানি, দোকানে রহিয়ে।"
"সত্য কহিয়াছ ভাই, প্রমাণ দেখিতে পাই,
অটকেতে অহরহ যথায় তথায় হে।
কিন্তু বাপে দিয়ে ছাই, হতে মদ্যব্যবসায়ী,
পারি কই ওরে ভাই তোমার কথায় হে ?"

"যদি সাধ মান রাখা, তবে চেয়োনাকো টাকা"
মান রেখে টাকা লাভ এরে বড় দায় হে।"
"দিয়ে মান বিসর্জ্জন, যারা মাত্র চাহে ধন,
নমস্কার করি আমি তাহাদের পায় হে।

১১। সে দেশকে নমস্কার।

যে দেশের * * * * কবি প্রতি অনাদরে,
পরমুখে কাব্যরস করি আস্বাদন রে।
যেদেশের ধনীগণে, বাসনে উড়ায় ধনে,
কবিকে কড়াটী দিতে, হয় সুকৃপণ রে।
যেদেশের অধিবাসী, পরভাষা ভালবাসি,
মাতৃকল্পা মাতৃভাষা, পানে নাহি চায় রে।
বিদ্যাবেশ্যা যে দেশের, প্রায় কবি-বিশেষের,
পক্ষপাতী, গুণগ্রাম বিশেষি না চায় রে;
হোক্ না রচনা সার, তায় কার কে বিচার,
স্বর্ণ "টাইটেলে" কাব্য যেদেশে বিকায় রে।
যেদেশে প্রকৃত-কবি, অর্দ্ধ ভোজে দীনছবি,
কোটি কোটি নমস্কার সে দেশের পায় রে।

১২। নিন্দুক উপলক্ষে।

অহে অহে বিষধর, [illegible] বিষিধর,
জিহ্বা বিষদাতে [illegible] [illegible] কেন তব দুষ্ট রে।

তোমার ছোবলে ভাই, মন্ত্রৌষধে তরে যাই,
তাতেই তোমার ভয় বড় বেশে রয়নি।
ওহে অরে ওরে ষাঁড়, তুমি ঘুরাইয়া ঘাড়,
মারিতে আসিলে গুঁত লগুড়ে তাড়াই হে।
খেউ খেউ রব মুখে, কুকুর আইল কাছে,
জুতপরা-পার গুঁত দিয়ে তা এড়াই হে।
নিন্দুকে যে ফোঁস কোরে ভয়াল ছোবল মেরে
বিষম খাবোল মারে ঘোর বিষ তায় রে।
গুণি মন্ত্র মহৌষধি, সেবা কৈলে নাশাবধি,
যদি বিষ যায় তবু দাগ নাহি যায় রে।
বিষম হিংসুক ষাঁড়, লগুড়েতে শতবার,
প্রহারিলে তবু তার স্বভাব না নড়ে রে।
গুঁত জুত পরা পায়, দিলে পরে শতবার,
নিন্দুক কুকুর তবু খেউ কেউ করে রে।
কবি নিজ বুদ্ধি-চুকে, নিন্দুক কুকুর মুখে,
ঠেকেছিল সঙ্গে আর নাহি ছিল কেউরে।
গুঁত জুত-পরা-পায়, দিয়ে ভেঙ্গে দিল ঘাড়,
দূরে গেল না ছাড়িল তবু খেউ খেউ রে।

—•—

১৩। কাব্যরস গ্রহণ উপলক্ষে।

ছোট২ শিশু যারা, বড় রস বোঝে তারা,
কি [illegible] বচন, [illegible] না,

আস্বাদিলে যেই রস, হয়ো শেষে বাস্ত রস,
সেই রস-বশ হয়ে, ও সুরস খোঁজে না!
বুঝাইতে যদি চাই, মনে ভাবে কি বালাই,
ছেড়ে রস আলাপন, তোলে পরিবাদ রে।
অমূল্য-সময়চয়, তাহে হয় অপব্যয়,
পর-নিন্দাবাদে হায়! এত কি আস্বাদ রে।
অথবা আমার ভ্রম, যেমন কালের ক্রম,
সুকাব্য-সুধার স্বাদ, সকলে কি পায় রে।
মধুর ভাবেতে ভোর, তাতেই আমোদ ঘোর,
যারা, তারা সহজে কি, সুধায় ক্ষুধায় রে।
নীরস বঙ্কিম-ভাবে, যারা মনে ভাল ভাবে,
স্বভাব সরলবাক্যে, তারা রত কবে রে?
নিজ নিজ প্রতিভায়, আলো করে সমুদায়,
"মিত্রাপ্রিয়দের" চোকে, তাহা কেন সবে রে।
সুকাব্য লেখক কবি, তোমার কাব্যের ছবি,
যদিও না হেরে সবে, প্রীতি-পূর্ণ-নয়নে,
মনোক্ষোভে রয়োনাকো, নিরুৎসাহ হয় নাক্কো
সকলের প্রিয় কিছু, নাই ভব-ভবনে।

১৪। কবির দীনতা উপলক্ষে।

ওহে ওহে ও বিধাতা, সুখ দুঃখ ফলদাতা,
সুধাই একটী কথা, বল সত্য করিয়ে।

মিত্র হয়ে কি কারণ, কর এত বিড়ম্বন,
তুমি আমি মিতে দুয়ে, দেখ মনে সুধিয়ে।
জগতের রীতি এই, যারে যারে মিলে সেই,
মিত্র হয় পরস্পর, উপকার করে হে।
তোমার কেমন রীত, কর তার বিপরীত।
মিত্রদ্রোহী মহাপাপ, তোমায় যে হবে হে।
যদি বিধি হেন কও, তুমি কি সে মিত্র হও,
উভয়ের একান্ত নাম, হল কষ্ট হে।
ভেদে আর কিবা কব, কবিনাম বটে তব,
আমারও কবি নাম, তাই মিতে কই হে।

১৫। দৈন্য।

ওরে২ দরিদ্রতা! শোন বলি সার কথা,
হরিতে আমার তুই, সকলই পারিবি,
মনোহর বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া সরোবর,
ধনজন গোধনাদি, বরঞ্চ না ছাড়িবি,
না হয় দংশনে তোর, পরাণ যাইবে মোর।
এসব করিতে তুই, পারিবি রে পারিবি।
কবিত্ব অমিয়া রসে, জীবিত যে রব যশে,
সে জীবন হরিবারে, নারিবি রে নারিবি।

প্রভো কিন্তু শচীনাথ, সুখের কারণ,
মানবের ভাগ্যে নাহি করিলা ঘটন ॥
করিলে পৈটিক পক্ষে ঘটিত জঞ্জাল,
অভ শিশু হয়ে রহে কত চিরকাল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি যায় অন্নের মতন,
কি কাজ তা হলে আর জীবন ধারণ ॥
সংসারে রয়েছে কত উত্তম খাবার।
সমুদয় একবারে হইত কাবার,

হায় হায়, তবে আর মানুষ, ঈশ্বর
ভোগে ভেদ কিছুমাত্র রহে না অন্তর।
জান তাও দেবরাজ করিলা বিচার ॥
সুধা সার দিলা দোষ করি পরিহার ॥
আস্বাদনে অমৃতের রস যদি পাই,
অমৃতের আর গুণ তা হলে কি চাই ?
হায় হায় ! যখন কমলা-ফুল ফুটে।
তখন কি তাহাকে সামান্য ঘ্রাণ ছুটে ?
পারিজাত মহাপুষ্প থাকিয়া নন্দনে ॥
আপাদিল মোহিবারে সহস্রলোচনে।
অমনি অন্তরে তাঁর উপজিল তাপ।
ক্রুদ্ধ হয়ে শচীপতি দিল তারে শাপ ॥
এক পত্তনের দুই সুন্দর রতন।
তাও দৈত্য রত্নাকর করিয়া মথন ॥

যে বিরহী এফুলের সৌরভ জানিবে।
একথায় সায় সেই শতবার দিবে।
হে সোনা, হে বিরহি-পাঠক সুজন।
তোমাদিগে বলিলাম সাক্ষীর কারণ।
আরও অনেক মত কুসুমের ঘ্রাণ,
পাও, তাতে অত কি আকুল করে প্রাণ?
কামনা-কুসুম ঘ্রাণ দূরে পড়ে থাক।
"বাতাবীর" ফুলের কি সাধারণ থাক?
তার ঘ্রাণে প্রাণ, প্রাণপ্রিয়ার লাগিয়া,
কাঁদে কিনা কাঁদে দেখি শপথ করিয়া?
সত্য বলি—এতে প্রাণ নাহি কাঁদে যার।
পুরুষত্ব প্রতি আছে সন্দেহ তাহার।
হায় কমলার ফুল ফুল কুলেশ্বর!
সৌরভে গৌরবে তুমি জগতে সোসর।
কমলার ফুলে আছে যে মধু ভাণ্ডার।
তেমন কি মধু আছে তিনলোকে আর?
মধুবতী পদ্মিনী কি হার তার মধুর
সে মধু আস্বাদি তুষ্ট নহে মধুবঁধু।
কমলার মধু শুধু মিষ্টতা না ধরে।
কত মত ঔষধিক রোগ শান্তি করে!
ওরে বিধি তোর কিবে কিছু জ্ঞান নাহি।
কেমনে কোথাকে কিবা ভাবিয়া না পাই [illegible]

নাই মরকত-দ্যুতি নব হেমপ্রভা।
নিরখিয়া কৌতুহল লোভ উপজয়।
ভাবে তাঁরা পরিপক্কতা ভক্ষণ কারণে।
ফলিয়াছে স্বর্ণ পিণ্ড কমলার বনে॥
কামুকেরা নিরখিয়া মনে২ ভাবে
কামিনী-কপোল বুঝি গাছে ফলিয়াছে।
ইহাদের হতে যারা ক্রুকাটি সরস।
তাদের মনেতে জাগে উঠে অভিলাষ॥
ভাবে তারা আমাদের সন্তোষ সাধন
হেতু বিধি গাছে ফলায়েছে পীনস্তন।
কিন্তু তারা কমলারে করিয়া গ্রহণ।
সুখ লাভ করিতে না পারয় তেমন।
শেষেতে নিরাশ হয়ে বিধাতারে কয়।
ওহে বিধি! দিয়ে নিধি, হরা বিধি নয়॥
পীনস্তনী-স্তন যদি গাছে ফলায়েছ।
স্পর্শনে সে সুখে কেন তবে বঞ্চিয়েছ?
সেটুকু তাহারা গাছে কমলা হেরিয়া।
ভাবে বিধি বুঝি এবে সদয় হইয়া।
এই ফলে রাখি দিলা সুধাময় রস।
খাবেনা চিত্তের জ্বল করিবে শীতল॥
কামন নাগরী তাকে সমর্পিয়া কয়।
আমোদে [illegible] খাও [illegible]॥

এতক্ষণ তোষামোদে লোকের মতন।
কেবল কমলা গুণ করিনু বর্ণন॥
কিছুমাত্র দোষ যদি না করি কীর্ত্তন।
পক্ষপাতি হয় তবে, যথার্থ বচন॥
তাই কিছু কমলার কহিতেছি দোষ।
হে কমলা তুমি পাছে কর কিছু রোষ।
সবগুণ তোমার হে একমাত্র দোষ।
গুটী দশ, বারো মাত্র ভিতরেতে কোষ॥
এতে কি পেটুক-পেট মানে পরিতোষ?
কাজেই বিধাতার প্রতি হয় রোষ॥
কাটাল—কতনা কোষ তাহার ভিতরে।
রসনাতে পেটুকের সন্তোষ বিতরে?
কিন্তু এই ফোড় মারি প্রাণে সহ্য হয়?
কমলার মোটে কোষ গোটা আট নয়॥
সে কোষই বা বড় কত?—কুবেরের কোষ
সম হলে কতক রতনা বটে বোধ।
অথবা যাহার কোষে আছে জলদোষ।
তার কোষ তুলা হলে তিল নাহি দোষ?
ওরে বিধি, সাধে তোর প্রতি হয় রোষ?
অন দিলা [illegible] কর বাহুবের কোষ?
রস দিলা [illegible] কমলার কোষে
[illegible] দোষ কি দোষ [illegible]

১৭। বিধাতার প্রতি।

ওহে অহে বিধিবর! মানবের কলেবর,
গড়িয়াছ মনোহর, তাহে বাদ নাই হে।
হস্ত, পদ, চক্ষু, কাণ, দিলে যথা পরিমাণ,
উর, মুখ, জিহ্বা, নাসা, যাহা কিছু চাই হে।
ধরিতে পদার্থ দৃষ্টি, করেছ নয়ন সৃষ্টি;
ভ্রমণ কারণ দিলে, দুখানি চরণ হে।
কথা বার্ত্তা কহিবারে, সৃজিয়াছ রসনারে,
কর দিলে হস্তদ্বয়, করিতে গ্রহণ হে।
অঙ্গ যত অবয়ব, উপকারী দিলে সব,
পেট দিয়ে ফেলাইলে, ঘোরতর দায় হে।
একমাত্র পোড়া পেট, করিয়াছে মাথা হেট,
নহিলে কি কবি কিছু, কার কাছে চায় হে?
বাঙ্গলায় * অতঃপর, যদি কবি সৃষ্টি কর,
তবে ক্ষুধা তৃষ্ণা যত, পেটের যাতনা হে।
হের গললগ্ন হই, মিনতি করিয়া কই,
দেখ না দেখ না বিধি, এ দুঃখ দেখনা হে!!!

১৮। কবির বেশ উপলক্ষে।

প্রশ্নোত্তর।

"কেন কহ কবিবর, হেন বিশ্রী কলেবর,

* বঙ্গদেশে অথবা বঙ্গভাষায়।

তৈলবিনে গায় যেন, উড়িতেছে খড়ী হে।
"পরা মোটা 'মারকীন' তাও হেরি সুমলিন,
দেো ছোট "মলমল" ছেঁড়া তাও হেরি ধড়ি হে;
ছেঁড়া চটী জুতো পায়, চলে যেতে খসে যায়,
যেন আছে কতদায়, কাঙ্গালের প্রায় হে।
কেন হেন দীনবেশ, বল বল সবিশেষ,
চিত্তভেবে লজ্জা কিছু, কোরনা আমায় হে।"
"তোমারে কহিতে ভাই, কণামাত্র লজ্জা নাই,
পরম আত্মীয় তুমি, সুধাইলে তাই হে।
বাঙ্গলার * হত্ত করি, প্রায় তাঁহাদের ছবি,
এইমত, ইহাহতে, ভাল বড় নাই হে।"
"এখন সুসভ্য যাঁরা, লক্ষ্মীছাড়া বেশে তারা,
অজ্ঞানের করিবে যে, তা কি মনে ভান না?"
"লক্ষ্মীছাড়া বেশে যারা, ঘৃণা করে দেব তাড়া,
সরস্বতী-ছাড়া তাঁরা, ওদলেতে যাব না।"

১৯। দুর্জ্জনের গুণগ্রহণ উপলক্ষে।

নিজে গুণধাম যাঁরা, সরল স্বভাবে তাঁরা,
অপরের গুণমালা, করেন গ্রহণ রে।
গুণহীন ঠেকে দায়, যদি কারো গুণ গায়,
করেনা সরল ভাবে, সে গুণ বর্ণন রে।

* বাঙ্গলা আমার অথবা বঙ্গদেশে।

রসজ্ঞ কোকিলকুল, রসাল-মুকুল ফুল,
কুহুরবে ধন্য দিয়া, করয় ধারণ রে।
সুভোজ্য পেলেও কাক, ত্যজে না কর্কশ ডাক,
খায়, তবু জন্মায়, কর্ণের বেদন রে।
আছে আর একদল, শুদ্ধ তারা চায় ছল,
গুণী গুণ পূর্ণ তারা, করে না দর্শন রে।
কবি কয় না কহুক, ছউক ওদের মুখ!
"ণকার" বিহীন গুণ, শব্দের সদন রে!

২০। অন্যান্যের কাব্যালোচনা উপলক্ষে।
শুনটের রজনীতে, শুই বিনা মশারিতে,
লাখে লাখে মশা যদি, সব গায় খায় রে;
প্রভাতে জাগিয়া উঠি, হেরি দেহে গুটী গুটী,
জল-বসন্তের মত, নাহি দুঃখ তায় রে;
ঠিক্ দুপরের রোদ, তাও করি তুচ্ছ বোধ,
দাঁত আলা জুতো* পায়, চলা নয় দায় রে;
কাঁকোর তাহার মাঝে, ঢুকিলে বা কত বাজে
তাও সয়ে কোনমতে, পথে চলা যায় রে;
চরণ হইবে ক্ষত, তাহে বা যাতনা কত?
যাহি সব ভোঁ ভোঁ করে পড়ুক না তায় রে;

* অর্থাৎ যে জুতা পায় দিলে পায়ের চাম কাটিয়া যায়।

এসকলে একটুক, মনে না ভাবিব দুখ,
স্থির চিত্তে সহিবারে পারি সমুদায় রে।
কিন্তু কাব্য কয় কারে, যারা তা বুঝিতে নারে,
ভারতী-ভাণ্ডারে যারা, কখনই যায়নি,
কেবল দুয়ারে থেকে, উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে,
পর-মুখে মাত্র চেকে, নিজে স্বাদ পায়নি;
হেন—হেন মূঢ়গণ, সুকাব্যের আলোচনে,
দোষ কহে না বুঝিয়ে, ঘাড় মুড় নাড়িয়া,
মরি মরি আহা আহা! সহিতে না পারি তাহ
শুনে ইচ্ছা হয় দেই সভাহতে তাড়িয়া।
আছে কই তার পথ, ইহাদেরি মত—মত,
গুণাঙ্ক কাব্যাঙ্ক যত, বিজ্ঞমনা কাছে রে!
ক্ষিপ্ত-কুকুরেতে খায়, তাহে বরং বাঁচা যায়,
নিন্দুকের বিষ দাঁতে, কবি কোথা বাঁচে রে !!!

২১। কোন দায়িক ধনীর টালমটাল উপলক্ষে

কোন এক ধনী কাছে, কিছু মোর প্রাপ্য আছে,
আদায় করিতে তাহা, তার কাছে যাইলাম;
প্রকাশিয়া কাতরতা, কয়ে কত মিষ্ট কথা,
ভিক্ষুকের ভাব ধরি, টাকাকটি চাইলাম।
গত হল কতকাল, বাবুজী না কথা কন,
আজিও বসিয়া আছি, যেন ধন্না পাড়িয়ে,

ঘরেতে খাবার নাই, মনেতে ভাবনা তাই,
টাকা পেলে বেঁচে যাই, যেতে নারি ছাড়িয়ে॥
আবার চাহিনু টাকা, বাবুজীর মুখ বাঁকা,
কহিলেন "কটা টাকা, তুমিই বা পাইবে ?
তাতেই তাগাদা এত, সমুচিত নয় এত,
সময় গময় নাই, এসে তুমি চাইবে ?
তোমার টাকা না দিয়ে, যাবনা হে পলাইয়ে,
হাতে টাকা নাই তাই, দিতে তোমা পারি না।
টাকা হাতে এলে পরে, দিব তোমা খোঁজ করে,
নয় শ পঞ্চাশ টাকা, তোমার ত ধারি না॥"
এদিকে বাবুর কাছে, বাক্সের উপরে আছে,
শতাধিক টাকা আমি, ছুট বই পাবনা।
শুনি বাবুজীর বাক্, অমনি লাগিল তাক্,
কি বলে উত্তর করি, হল তাই ভাবনা॥
খোষামুদে ছিল যারা, কহিয়া উঠিল তারা
বাবুর মেজাজ আজ, ভাল নাই জানিবে;
মোরা জানি গণ্ডা পাই, তহবিলে টাকা নাই,
আইলে কদিন পর, অবশ্যই পাইবে॥
শুনিয়ে তা মনে মনে, কহিলাম যে কারণে,
আমি চাহিতেছি টাকা, কেহই না বুঝিল।
ঘরে যে খাবার নাই, তাদে কি কাতরে চাই,
এ কথাটা একবার, কেহ নাহি ভাবিল।

প্রাপ্য টাকা চাইলাম, মুখ ঝাম্টা খাইলাম,
হরিশ কহিছে খেদে, দুঃখ বলি কাররে।
ধনীর সকলি সাজে, কেবল ধরণীমাঝে,
দরিদ্রেরা অনুপায়, হায় হায় হায় রে!!!

২২। আশাভঙ্গ উপক্রমে।

শুন শুন ওরে ভাই, যবে আমি কিছু চাই,
যদি দিতে পার তবে, কর অঙ্গীকার হে।
না পারত স্পষ্ট কও, কেন দোষে দোষী হও,
তুমিত আমার কিছু, ধারনাকো ধার হে?
সেই দিচ্ছি বলে বোলে, কতদিন ছলে ছোলে,
শেষ কালে টেলেটুলে, কোরনা নিরাশ হে।
আশাভাঙ্গা আশা দিয়ে, এর মত পাপ-ক্রিয়ে,
নাই—নাই পৃথিবীতে, নির্য্যাস—নির্য্যাস হে।
বরঞ্চ নাকর দান, তাহে না কাঁদিবে প্রাণ,
আশা দিয়া নাহি দিলে, বড় প্রাণে বাজে হে,
হতাশ্বাস হলে পরে, প্রাণ যন্ত্রণায় কি করে,
কবে যার সেই জানে, লোকালয়-মাঝে হে।
কবি কহিতেছে আর, যত ক্লেশ নিরাশার,
জেনেছি জেনেছি তাহা, আমি বিলক্ষণ হে
শত্রু-বজ্র বুকে হানে, বরঞ্চ তা সহে প্রাণে,
তবু নিরাশার ক্লেশ, নাহায় সহন রে।

২৩। প্রভুর দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া।

কাননে কুরঙ্গগণ, করি তৃণমূলাসন,
স্বাধীনে জীবিতকাল, অনায়াসে কাটিছে,
ধনি-পাশে নাহি যায়, ধমকানি নাহি খায়,
তার আজ্ঞামাত্র নাহি, প্রাণপণে খাটিছে।
সর্ব্বদা স্বাধীন আছে, চাহেনা কাহার কাছে,
শ্রম করি যাহা পায়, তাহে সন্তোষিত রে!
আ মরি কি সুবিচার! শুনে লাগে চমৎকার,
ওরা না কি পশু আর, আমরা পণ্ডিত রে!!!

ধন্য ধন্য মৃগ গণ! ভয়ানক-দরশন,
ধনীদের মুখ সদা নাহি তাকো সভয়ে,
সতত স্বাধীনে রও, চাটুবাক্য নাহি কও,
পোড়া পেট পূরাবার আশয়েতে বিদেশে;
ধনীদের সাহঙ্কার, বাক্যগুলা বারবার,
তোমাদের কর্ণমূল করেনা ব্যথিত হে!
যে আজ্ঞার ভার বয়ে, আশায় অধীন হয়ে,
বাতাতপে জল, ঝড়ে, নাহও ব্যথিত হে।
নিদ্রা এলে নিদ্রা যাও, ক্ষুধা পেলে তৃণ খাও,
প্রভু-কার্য্য-অনুরোধে, বাধা নাই তার হে,
কহ আমি পারি যদি, কোথা কোন্ তপ করি,
এমনি সুখের দশা লভিলে সবায় হে!!!

২৪। কোন স্কুল ডিপুটী ইন্সেপেক্টরের দুর্ব্ব্যবহারে।

কত রাত জেগে জুগে, কত মত ক্লেশ ভুগে,
এর ওর চুরি করে, গ্রন্থ এক লিখিলাম।
আশা উহা ছাপাইয়া, গুণগ্রাম জাঁকাইয়া,
পাইব বিস্তর টাকা—মস্ত ধনী হইলাম!
হাতে কিছু টাকা নাই, কিসে এগ্রন্থ ছাপাই,
ধার করে কিছু টাকা, কত যত্নে লইলাম,
বেড়ে গেল আশা বাই, যন্ত্রালয়ে নিত্য যাই,
তাগাদা করিয়া কত, গ্রন্থখানা ছাপালাম।
পুস্তক হইল বাঁধা, বাড়িল বিক্রীর ধাঁদা,
কেমনে বিক্রয় করি, এই চিন্তা উঠিল;
আমার পুস্তকচয়, বিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়,
ফিকিরেতে মন তার, চেষ্টা পক্ষে ছুটিল।
স্কুল তত্ত্বাবধায়ক, পাঠ্য-গ্রন্থ-নির্ণায়ক,
তিনি যেন পাঠ্যগ্রন্থ, নির্ব্বাচন করিবে।
হলে কৃপাদৃষ্টি তাঁর, অকর্ম্মণ্য গ্রন্থকার,
বিরচিত গ্রন্থ যার, বিদ্যালয়ে চলিবে।
শুনে বাড়ে আশাবাই, তাঁহার নিকটে যাই,
কহিলাম তাঁরে কত, খোসামুদী করিয়ে।
কৃপাদৃষ্টি হল তাঁর, অহ্লাদে বাঁচিনা আর,
আমার রচিত গ্রন্থ, পাঠ্য [illegible] করিবে;

তত্ত্বাবধায়ক যিনি, পুস্তক চেলেন তিনি,
দিনু সব তারে নিয়ে, নিজে শিরে বহিয়ে ॥
আশা টাকা পাব কত, পুনঃ গ্রন্থ নানামত,
লিখিব এ আশে গেল, মাস কত বহিয়ে ।
শেষেতে ঋণের টান, পড়িল, না থাকে মান,
তত্ত্বাবধায়ক-পাশে, ধাওয়াধাওয়ী ধাইলাম।
কত দিন ঘুরে ঘুরে, কত স্থান ঢুঁরে ঢুরে,
শেষে দরবার তাঁর, কত পুণ্যে পাইলাম।
যখন চেলাম টাকা, তখনই মুখ বাঁকা,
আর সেই স্নেহ মাখা, কথা নাহি শুনিলাম।
কত করি 'উমেদারী' গোপা টাকা পেতে নারি,
পেয়ে ক্লেশ অবশেষ, শূন্য অঙ্ক গণিলাম।
সেখানে নিরাশ দুখে, যে শেল বাজিল বুকে,
কে বুঝিবে কারে কব, এই ঘোর যাতনা !!
ঘৃতকুম্ভ-বাহী মত, ফুরাইল আশা যত,
কেবল হইল সার, মনে মনে কল্পনা।
দূরে থাক লাভ করা, ঋণের চিন্তায় জ্বরা,
হইলাম লাজে হত, "অরম্ গোবধ দে !!"
হরিশ বিভুর কাছে, কাতরে বিনয়ে যাচে,
কার যেন নাহি ঘটে, এরূপ বিপদ রে ।

২৫। কবির স্বাধীন বাক্যের উপলক্ষে।

বসন্তের আগমনে, সহকারে ফুল্ল-মনে,
গায় যবে পিক তায়, তাড়া কেহ কোর না।
ভাব রসে মগ্ন হয়ে, সুগায়ক বীণা লয়ে,
গায় যবে, বীণা তার, সে সময় কেড় না।
এসব বা প্রাণে সয়, এতে দুঃখ তত নয়,
কিন্তু দেখো কেহ হেন, নিষ্ঠুরতা কোরো না।
বাণী-কণ্ঠ-কবি সবে, মুক্ত কণ্ঠে বর্ণে যবে,
সেসময় কেহ যেন, কণ্ঠ চেপে ধোরো না।

২৬। অসার-গ্রাহীদিগের দুঃস্বভাব উপলক্ষে।

ওহে বিধি! ছি ছি ছি! তোমার না কব কি!!
অচেতন কুলাখানা, সারগ্রাহী গড়েছ!
সচেতন সুগঠন, এমন মনুজগণ,
তাদেরে ও গুণে কেন, প্রবঞ্চিত করেছ:
বিনয়ে এ ভিক্ষা চাহি, না করিয়া সারগ্রাহী,
ভাবীকালে একটীও, মানুষ গড়ো না হে।
একেইত কবিচয়, অরি ভয় শূন্য-নয়,
সে সংখ্যার বৃদ্ধি আর, কর্‌রো না করো না হে।

২৬। ঐ

ওহে অহে হংস ধীর? নীরসহ দিলে ক্ষীর,
নীর ত্যজে ক্ষীর তুমি, করহ গ্রহণ হে;

পিপীলিকা তুমি ধন্য, সারগ্রাহী অগ্রগণ্য
বালি, চিনি বেছে চিনি, কর আহরণ হে।
জন্মি পক্ষীকীটকুলে, অসারে না মজ ভুলে,
কি আশ্চর্য্য নরবংশে, লভিয়া জনম হে।
যারা নাহি সার বোঝে, কেবল অসার খোঁজে,
তাহাদের চিত্তবৃত্তি, নাজানি কেমন হে!!
যাদের স্বভাব হেন, তোমরা তাদিগে কেন,
সারগ্রহণের রীতি, দাও না শিখিয়ে হে!
শিখিলে এ সাধু রীত, সমাজের হবে হিত,
তাই বলি তোমা দোঁহে, বিনয় করিয়ে হে!

২৭। দরিদ্রের প্রার্থনা।

রে সুরথ চতুর্মুখ! যা দিবার দিলি দুখ।
এ দুঃখে অসুখী আমি, একটুকী নই রে।
এজন্মে যা হবে, হবে, কিন্তু মোরে পুনঃ ভবে,
জন্মিতে যদ্যপি হয়, শুন তবে কই রে—
যেই লোকালয় মাঝে, অর্থবই কোন কাজে,
কাহারে না পাওয়া যায়, সেই লোকালয় রে,
ওরে তোর পায় ধরি, কাতরে এ ভিক্ষা করি,
দেখ দেখ যেন মোরে, জন্মিতে না হয় রে!!
যদি বা জন্মিতে হয়, তবে যেন নাহি রয়,
দরিদ্রতা দেহ মাঝে, করি অধিকার রে!!

যদিও দরিদ্র হই, কৃতাঞ্জলিপুটে কই,
যেন নাহি থাকে, দারাপুত্র পরিবারে রে !!
দারাপুত্র পরিবার, পালনে না বলে ভার,
আপনি দরিদ্র হতে, একটুকু ডরিনে।
হরিশ কহিছে দাতা, না শুনত খাও মাথা,
নিজের লাগিয়া তোরে, খোসামুদী করিনে।

২৮। কবির দৈন্যে। (প্রশ্নোত্তর।)

কুমার-কুমার * ভাই ! সত্য বল যা সুধাই,
কোন্ প্রতিমার যত্নে, " তারা ভুরু " আঁকিছ ?
কমলার চক্ষু আঁকি, তুমি ইহা চিন না কি,
যেনে শুনে ফিরে কেন, আমারে হে কহিছ ?
কেমন আঁকিছ ভাই, দেখি তবে দেখে যাই,
শুদ্ধ ওদ্ধ হয় নাই, ত্রুটী কিছু হয়েছে,
"তারা" না বো দিতে "ফুল" তোমার হয়েছে ভুল,
দেও দেও " চিহ্ন " দাও বাকী কেন রয়েছে ?
চক্ষেতে চিতিলে ফুল, কানী বলে করে ভুল,
গাহাক বাঁধাবে গোল, আহা কিহে গেলেছ ?
কমলার চক্ষু আছে, এ কথাটী কার কাছে,
অবোধ কুমার ভাই, কবে বল শুনেছ !
কমলবাসিনী লক্ষ্মী, কমল জিনিয়া অক্ষি,

---

* কুম্ভকারের পুত্র।

কেন এ কথাও শুনি,　　ধনিগণ কয় হে ;
মিথ্যা সেটা যত কোক্, কমলার রৈলে চোখ
স্বভাব-সুকবিগণ,　　দরিদ্র কি হয় হে !!

২৯। পরিচ্ছদ-গর্ব্বীর প্রতি।

অহে অরে ধনী ভাই ! ধনী বলে ঠাঁই ঠাঁই
আপনিই আপনার　　গৌরব বাড়াও হে।
স্বভাব সৌন্দর্য্য নাই "ঘোষে" "মেজে" তবু তাই
কত মত "সাজে" "গোজে" তাহাই সাজাও হে।
পরি নিঃ পরিচ্ছদ,　　অহঙ্কারে গদগদ,
মাটীতে ফেলনা পদ, যাও চাও তাকিয়ে।
পতঙ্গ ময়ূর পাখী　　কেমন সজ্জিত তা কি
দেখ নাই জ্ঞান-আঁখি　　কখনই মেলিয়ে ?

৩০। কবিতার অনাদরে।

হে কবিতে। আদরিবে কে আর তোমায় ?
হয়েছে হৃদয়শূন্য প্রায় লোকসমুদায়।

হৃদয় থাকিলে পরে, তোমায় যে অনাদরে
কে এমন এ ভূপরে শিলাময়-কায় ?

হায়! মাধবীলতা, যারে প্রেমাদর সহকারে
রাখিত হৃদয়াগারে, যত্নে সহকার,
এ দুঃখ কহিব কায়! এখন সে লতিকায়
অসার আকন্দ কায়, স্থান নাহি পায়!

ললিতা-কবিতাভাবে, রসে, গুণে হবে ভাবে
নব নব ভাবে ভাবে কারে না ভুলায়?
হায় কি পুরুষ যত, হল পুরুষত্ব হত!!
তাই ত্যজে ক্লীব মত, নব নায়িকায়।

হে কবিতে! প্রাণেশ্বরে (১) হারায়ে দুঃখসাগরে
ডুবিয়াছ কে বিতরে, আশ্রয় তোমায়।
দুঃখসিন্ধু-নিমগনা, যে বিধবা বঙ্গাঙ্গনা (২)
তার প্রতি কৃপাকণা, অর্পিতে কে চায়?

(১) প্রাণেশ্বরে—প্রাণকান্তে অথবা প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বরে অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তে।

(২) বিধবাবঙ্গাঙ্গনা—বঙ্গদেশীয় বিধবাঙ্গনা অথবা এতৎ কাব্যকারের রচিত "বিধবাবঙ্গাঙ্গনা" নামক কাব্য।

হে কবিতে! না জান কি, সুপবিত্রা যে জানকী(৩)
সদ্গুণে সতীত্বে যার, তুলা মেলা ভার।
ভ্রমেও না গুণ স্মরে, বিনা দোষে দূষী করে
অবোধ নিকরে, তার, অপবাদ গায়!!

হে কবিতে! যদি এবে, লোকে তোমা নাহি সেবে
ভগ্নোৎসাহে তাই ভেবে, হওনা দুঃখিতা।
সতত সভাবে থাক, বিভু প্রতি প্রীতি রাখ,
যাইবে দুর্দ্দশা তব, তাঁহারি কৃপায়।

৩১। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাগমনে
সমীরের প্রতি।

অহে অহে সন্ধ্যা-সমীরণ!
তোমার নিক্ষিপ্ত শ্বাস সুশীতল করে,
দিবসের শেষভাগে, যে ভাগ দহন
করে রবিকর, রবি অস্ত গেলে পরে।
হে মলয় ভ্রমণকারিন!
বিলাসি! আইস, এবে বিলাস-নিচয়
বাহিরয় অলিন্দে, থাকিয়া গায়ানিল,
তোমার একালে ভ্রমা উচিত কি নয়?

(৩) জানকী—রামচন্দ্রের প্রেয়সী, অথবা এতৎ কাব্যকারের রচিত জানকী নাটক।

এসময় তব পরশন,
প্রিয়বন্ধু-সুখস্পর্শ-কর-স্পর্শ প্রায়
প্রার্থনীয়, এস—এস অহে সমীরণ !
আলিঙ্গিয়া, জুড়াও উত্তাপ-তপ্ত-কায় ।

আমি না আহ্বানি একেশ্বর,
অসংখ্য স্বেদার্দ্র-বক্ষ দেখ প্রসারিত
তবলাগি, দেখ কত ক্লান্ত-কলেবর,
কত অচঞ্চল নাড়ী, তোমায় প্রার্থিত ।

(ধন্য ধন্য মলয়শিখর !
সতত করিছে লাভ তব আলিঙ্গন !—
সতত শুনিছে তব সুমধুর স্বর !
বঙ্গের ভাগ্য নয় প্রসন্ন তেমন ।)

এস-দেখ উপবন মাঝে,
সৌরভের ভাণ্ডার করিয়া উদ্ঘাটন,
নানা রাগ-রঞ্জিত কুসুমকুলরাজে,
যাচয়ে তাহারা তব প্রেম আলিঙ্গন ।

ওহে, যারা অকৃতজ্ঞ নয়,
তুমি প্রেম-আলিঙ্গনে তুষিবে ওদের,
এখনি মধিবে তারা করিয়া বিনয়,
উপহার দিবে তোমা মধুর সৌরভে !—

এস বায়ো ! কর আন্দোলিত
কুসুমস্তবকযুক্ত-তরুর শাখায়,

যথা দোলে মাতৃক্রোড়ে সুখেহরে স্থিত
ললিতাকুমারী, হেরে নয়ন জুড়ায়।

দেখ বায়ো ! সরসী মাঝার,
নাথ অদর্শনে ম্লান কমলিনী কত,
নিরখি কুমুদীকুল প্রেম-দ্বিজরাজ
ফুল্লোন্মুখী, শোভিছে, কেমন মনোমত !

যদি বায়ো, এমন সময়,
কুমুদিনী দলে নাহি কর আলিঙ্গন,
চন্দনলতিকা-পাশে থাকহ মলয়,
নিশ্চয় তোমার তবে বিধি বিড়ম্বন।

ওহে সুরসিক সমীরণ !
আরক্তিম গণ্ডস্থলে, বিন্দু বিন্দু স্বেদ,
বরাঙ্গনাদের, দেখ শোভিছে কেমন!
(শিশিরাক্ত গোলাপ ও কপোলে কি ভেদ ?)

অলকাগ্র করিয়া কম্পিত,
এমন কপোলে যদি নাকর চুম্বন,
জানিও তাহলে তুমি হলে বিড়ম্বিত,
কি ফল ?—বৃথাই তব ভুবনভ্রমণ !

তব কপালের পাবন !
ব্যজন চালিছে যত বরাঙ্গনাগণে
শয়নে আছে করজুরা, জুড়ায় অঙ্গ,
যদিও সে করে,—তাল নাহি সদ্গুণ মনে !

নবপল্লবিত কিশলয়,
সহ নিশি তুমি যে হে "কুহু," "কুহু" স্বরে
গাও প্রাত, তাহা যত মিষ্ট বোধ হয়,
তত সুখ বিতরণ ও স্বরে না করে।
নিস্তব্ধ-প্রকৃতি প্রতিক্ষণ,
তব আগমন-পথ প্রতীক্ষণ করে,
সম্ভাষি তাহার হর্ষ কর উদ্দীপন।
এস হে সত্বরে—বায়ো! এস হে সত্বরে!

৩২। বানর এবং কুকবি উভয় তুল্য।

কুপদ-বিন্যাস-পর কপি যেইরূপ,
কুপদ-বিন্যাস-পর কুকবি সেরূপ,
শাখামৃগে পল্লব-গ্রাহিতা যে প্রকার
কুকবিতে পল্লব-গ্রাহিতা সে প্রকার,
অলঙ্কার-বোধহীন বানর যেমন,
অলঙ্কার-বোধহীন কুকবি তেমন;
সুবতি (১) প্রসূন কপি অবহেলে কাটে; (২)
সুবতি (২) প্রসূন কুকবিও হেলে কাটে। (৩)
অর্থ ত্যজি বানর যেমন স্বার্থ চায়,
অর্থ ত্যজি কুকবি তেমন স্বার্থ চায়,

---

(১) সুন্দর স্ত্রী। (২) সংহার করে। (৩) সুবুদ্ধি। (৪) অর্জ্জন করে।

নায়ক (৫) পুংশ্চলী যথা   না করে বিচার রে,
কুকবিও সেইরূপ,   নায়কের (৫) গুণরূপ,
চরিত্রের, কিছুমাত্র   নাহি ধারে ধার রে।
গুণাগুণ (৬) নাহি খোঁজে, কেবল বাহ্যিক বোঝে,
বারবধূ যেইরূপ   কুকবি তেমন রে
গুণাগুণ (৬) নাহি [illegible], কেবল বাহ্যিক বোঝে,
এগুণে কুকবি তারা   পটু বিলক্ষণ রে।
বেশ্যা রীতি ব্যতিক্রমে   লজ্জিতা না হয় ভ্রমে
আদিরসে মত্তা হয়ে,   নানাভাব ধরে রে।
ব্যতিক্রম করি রীতি (৭)   তিলমাত্র নাহি ভীতি,
কুকবি শৃঙ্গার-রসে মেতে,   কি না করে রে।

৫৪। ভারতীয় প্রীতি।

হে ভারতি দয়াময়ি! শত দুঃখে দুঃখী হই,

---

(৫) নায়ক, নাগর। (৬) গুণাগুণ গুণ দোষ।

কুকবি পক্ষে।—(১) কবি, কাব্যকার। (২) সৎ-রক্ততা, সুন্দর ছন্দোবদ্ধ। (৩) কুবাক্যে, কুকাব্যে। (৪) পদার্থ, পদের রচিত ভাব। (৫) নায়ক, কাব্যাদির নায়ক। (৬) গুণাগুণ, কাব্যাদির নায়কের উপযুক্ত গুণ দোষ অথবা রচনার মাধুর্য্য প্রসাদ প্রভৃতি গুণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত দোষ ইত্যাদি। (৭) রীতি, গৌড়ী বৈদর্ভী প্রভৃতি।

তথাপি মা তোমা বই, কমলারে কব মা।
তোমারই মা চিরদাস, করি বৃথা সব আশ
পেঁচকবাহিনী যার, দাসখত লব না।
কৃতঘ্ন পরের ছেলে, দু'দিন যাতনা পেলে,
যায় যথা মাকে ফেলে, সে রকম যাব না।
বৈমাত্রেয় সহোদর, হোক্ সবে কোটীশ্বর
থাকুক পরমসুখে ভাগী হতে চাব না।
মাতৃধন মা আমার হেন ধন কার আর?
দস্যুদের আক্রমণ কভু তাহে খাটে না।
নাহি তার রাজভয় আগুনে না দগ্ধ হয়
যত ইচ্ছা করি ব্যয় বাড়ে বই ঘাটে না।
থাকিতে এমন ধন অবোধ অবিজ্ঞগণ
দরিদ্র আমারে কহে, তাই প্রাণে সহে না।
কিন্তু যবে বিজ্ঞচয় তোমার কিঙ্কর কয়
তখন সে দুঃখ আর কিছুমাত্র রহে না।
বৃক্ষ-মূলে হোক বাস পরি শতগ্রন্থিবাস
করি নিত্য উপবাস তাহে ভয় পাই না।
সমাজে হইয়া দীন, দুঃখে সুখে কাটি দিন,
তবু 'কমলার পুত্র' এ উপাধি চাই না॥

৩৫। দীনতার প্রতি।

রে দীনতা দূর দূর! তোর মত কে নিঠুর?
গুণ-গর্ব্ব-সর্ব্ব খর্ব্ব করিলি রে করিলি। (৫)

বীরেশের এই পণ, যদি যায় এজীবন,
তবু কভু তেযোমুখী, করিবনা কায় রে।
প্রাণ চির-স্থায়ী নহে, যায় যায় রহে রহে,
প্রাণ গেলে ছার প্রাণ, রাখিতে কে চায় রে॥

৩৭। বিধাতার প্রতি।

তিলক-যোজনোপরে, যে সব বিহঙ্গ চরে,
সে সকলে অনায়াসে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়েছো,
সুগভীর সিন্ধু-নীরে, যে সকল মৎস্য ফিরে,
তাদের ভক্ষ্যের চেষ্টা ভুলে নাহি গিয়েছো;
অচল যে অজগর, বিবরেতে নিরন্তর,
পড়ে আছে, সেও নাহি, ভক্ষ্যাভাবে মরিছে;
মৃগ ব্যাঘ্র পশুগণে, সুখে খাদ্য লভে বনে,
অনায়াসে, খেয়ে তাই, বনমাঝে চরিছে!
স্বভাবের ভাণ্ডারেতে, সবে পায় দিতে যেতে,
অতিথা—হে বিধি! কিছু বুঝিতে না পারি হে!
সহুদার ভদ্র যাঁরা, কি দোষেতে দোষী তাঁরা,
কি পাপে তাঁদিগে কৈলে, পর আজ্ঞাচারী হে।
পোড়াপেট পোষিবার, আশয়েতে অনিবার,
বহে পর আজ্ঞা-ভার, স্বাধীনতা বেচিয়া,
সরু-প্রভু তুষ্ট নন, তাহাতেও কষ্ট মন,
তিল মাত্র ত্রুটি হলে কটু কন চেঁচিয়া।

অনাহারে মৃয়মান, তবু ধনীপ্রভু স্থান,
যোড় করে দাঁড়াইয়া, আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া।
অন্তরে বিরাজে ত্রাস, মুখেতে "যে আজ্ঞা ভাষ,
কেন"—শুধু পোড়াপেট, পুরাবার লাগিয়া।
কেন অবিরাম চায়, আর নাহি সহায় যার,
কৃপাদৃষ্টে একবার, চাও বিধি চাও হে!
এদের জীবিকাপথ, করে দাও অনাবৃত,
প্রাণ, মান, ইহাদের, বাঁচাও বাঁচাও হে।
কবিগণ হাসিয়া কহে, বিধির ত সাধ্য নহে,
ক্ষুদ্র এক মক্ষিকার, জীবিকার বিধানে।
এ বিশ্ব-ভাণ্ডার যাঁর, যিনি জীব-জীবিকার-
কর্ত্তা একমনে ডাক, সেই কৃপানিধানে।

১৮। বঙ্গীয় কবিগণ এবং কবিতার দুর্দ্দশা দর্শনে।

সে দিন কোথায়—হায় সে দিন কোথায়!
ছিল এই দেশ যবে ব্যাপ্ত কবিতায়।

কোথা কবি কৃত্তিবাস, কোথা কাশীরাম দাস
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি, যাঁরা বঙ্গধায়,
কোথা শ্রীকবিকঙ্কণ, কোথা সে কবিরঞ্জন!
মোহিত করিত মন, যাঁরা রচনায়।